আমার পিতার হত্যাকান্ড

বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত নিশ্চিত করণে সরকার ব্যর্থ

ড. রেজা কিবরিয়া

গত ১৬ ফেব্রুয়ারি আমাদের ধানমন্ডির বাসায় পরিদর্শনে এসেছিল তদন্তকারী দল। আমার বাবার হত্যা তদন্তের জন্য এদের নিয়োজিত করেছে বিএনপি-জামায়াত সরকার। আমরা দলটির আন্তরিকতা দেখে খুশি হয়েছিলাম। বাবার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা এবং বিচারের আওতায় আনতে তাদের যে চেষ্টার প্রতিশ্রুতি তাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছিলাম। তবে পেশাদারিত্ব এবং অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও দলটি এই সরকারের অধীনে তাদের তদন্ত কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করতে পারবে না বলে আমার মা, স্ত্রী এবং আমি আশঙ্কা প্রকাশ করছি।

সরকারের অতীত রেকর্ড এবং জনগণের সামনে অতীতের প্রতিটি তদন্তের ফলাফল প্রকাশের ব্যর্থতাকে উপেক্ষা করা যাবে না।

তদন্ত কাজে সরকারি হস্তক্ষেপের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে (সূত্র : জনকণ্ঠ ৯ ফেব্রুয়ারি ০৫) তদন্তকারী দলের যতই সদিচ্ছা থাক না কেন, স্বাধীন তদন্ত কমিশন যেমন এফবিআই ছাড়া তারা তাদের তদন্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে সমাধান করতে পারবে না। কেননা, কাউকে গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদের জন্য উপরমহলের অনুমতি নিতে হবে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, একজন স্থানীয় প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকে এখনও গ্রেপ্তার বা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি কারণ সে বিএনপি-জামায়াত সরকারের একজন ক্ষমতাধর মন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের লোক। আরেকটি উদ্বিগ্নের বিষয় হচ্ছে তদন্তকাজে র‍্যাবের সংশ্লিষ্টতা। র‍্যাবের অতীত রেকর্ড কি প্রমাণ করে না আমার বাবার হত্যার পেছনের প্রকৃত অপরাধীদের পরিবর্তে ক্রসফায়ারের আওতায় মারা যেতে পারে সাধারণ অপরাধীরা? কুচক্রীদের রক্ষা করতে দায়সারা তদন্তের মাধ্যমে আমার বাবার হত্যাকারীদের নামে সাধারণ অপরাধীদের শাস্তি দেয়া হবে, এতে আমাদের পরিবার সন্তুষ্ট হবে না। সবচেয়ে বড় কথা এফবিআইয়ের অন্তর্ভুক্তি ছাড়া এই সরকারের অধীনে কোনো তদন্তের ফলাফল আমার পরিবার মেনে নেবে না।

আমার বাবার হত্যাকারীদের খুঁজে বের করতে সরকারের প্রতিজ্ঞার কথা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপি-জামাতের অনেক মন্ত্রী। এই সরকারের অধীনে আগের প্রত্যেকটি তদন্ত নিয়ে কি প্রশ্ন জাগে না? এই সরকার কী তার অন্ধ এবং স্বার্থান্ধ সমর্থক ছাড়া আর সবার কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়নি? এটা সর্বজনবিদিত যে, একটা তদন্ত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সরকারের হস্তক্ষেপের বাইরে হবে। উদাহরণস্বরূপ অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের ২৮ জানুয়ারির একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি তুলে দেয়া হলো-

বিরোধী দলের সমাবেশে সর্বশেষ গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনাটি দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সহিংস মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ এবং পূর্ববর্তী হামলাগুলোর সঠিক তদন্তে সরকারের ব্যর্থতা উদ্বেগজনক...

'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছে যে, এ ঘটনাগুলোর তদন্ত কার্যক্রম পরিপূর্ণভাবে শেষ করতে এবং প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের সম্মুখীন করতে। এমন একটি তদন্ত দল গঠন করতে হবে যা 'সরকারি হস্তক্ষেপের আওতামুক্ত'। থেকে শুধু সাম্প্রতিক ঘটনাই নয়, এর সঙ্গে পূববর্তী ঘটনার সংযোগ থাকলে তার তদন্তও করবে। উল্লেখ্য, যাদের নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় তারা সবাই স্বাধীনচেতা, পক্ষপাতহীন এবং বিরোধী দল ও মানবাধিকার সংগঠনের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

একই সঙ্গে সরকারকে আক্রমণের সঙ্গে জড়িত সাক্ষ্য-প্রমাণাদির অক্ষুণ্নতা নিশ্চিত করতে হবে। যদি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্মকর্তার অবহেলা বা অসতর্কতার ফলে হামলাকারীরা সুবিধা পায় তাহলে তাদেরকে যে কোনো অবস্থায় বহিষ্কার করতে হবে। যেন তারা তদন্তে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে।

ক্যাথেরেন ব্যাবের বলেন, 'সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে অতীতের হামলাগুলোর তদন্ত সশস্ত্র করেতে ব্যর্থ হয়েছেন।' তিনি আরো বলেন, 'যতদিন পর্যন্ত এ তদন্ত কার্যক্রম ধারাবাহিক এবং নিরপেক্ষভাবে না চলবে, ততদিন পর্যন্ত সরকার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে এবং কুচক্রীরা আইনের আড়ালে থেকে যাবে।

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা নিয়ে সরকার একটি বিচার বিভাগীয় তদন্তদল গঠন করেছিল। কিন্তু ঐ দলের কার্যক্রমের নিরপেক্ষতা নিয়ে তখনই প্রশ্ন ওঠে, যখন তদন্ত শেষ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা দেন সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বিরোধী দল নিজেরা নিজেদের ওপর এই হামলা চালিয়েছে।

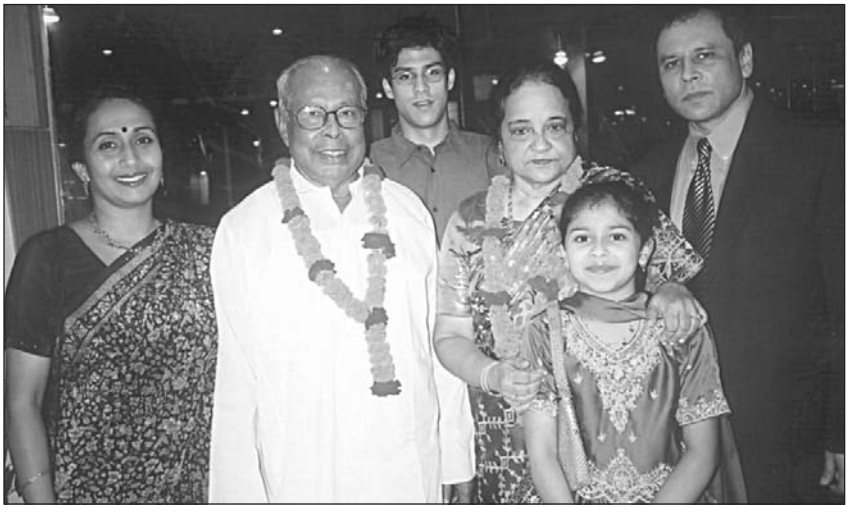

wbnZ wcZv kvn G Gg Gm wKewiqv, gv Avmgv wKewiqv Ges cwievi‡ii Ab¨vb¨‡`i m‡½ W: †iRv wKewiqv

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সকল কার্যক্রম সরকারের আওতাবহির্ভূত এবং তাদের সুস্পষ্ট বিবৃতি মানবাধিকার সংঘ ও বিরোধী দলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য। তদন্তকারী দলের ব্যবস্থাপনায় জড়িতদের মনোভাবের প্রতিফলন ঘটবে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি অক্ষুণ্ন রাখার ওপর। তদন্তের ফলাফল প্রকাশের আগেই বিএনপি-জামায়াত মন্ত্রীদের অভিযোগসুলভ বিবৃতি কি তদন্ত কাজের প্রতি তাদের দায়িত্বহীন মনোভাবের প্রতিফলন ঘটায় না? সরকার তদন্ত থেকে কি চায় তার সংকেতস্বরূপ এটা তদন্ত কাজের ওপর প্রভাব সৃষ্টির চেষ্টা নয়? জনসমাবেশে এবং প্রচার মাধ্যমে বিএনপি-জামায়াত মন্ত্রীদের বিবৃতি গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমার বাবার মৃত্যু সম্পর্কিত কার্যক্রমের দায়-দায়িত্ব গ্রহণে সরকারের লজ্জাকর অনিচ্ছার প্রকাশ দেখা যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ-জনকণ্ঠ ১৭ ফেব্রুয়ারি ০৫ সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনের ঘৃণ্য উক্তিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না করতে পারার ব্যর্থতাকে জনগণের দৃষ্টির আড়ালে নিতে ড. হোসেন আমার বাবার চিকিৎসায় অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী করেছেন আওয়ামী লীগকে। অথচ এই ব্যর্থতার জন্য দায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একজন ব্যক্তির অনেক আগেই পদত্যাগ করা উচিত ছিল। আওয়ামী লীগ এদেশের প্রশাসন কিংবা প্রশাসনের কোনো স্তরকেই নিয়ন্ত্রণ করে না। তিনি আরো বলেছিলেন, আমার বাবাকে ঢাকায় আনার জন্য হেলিকপ্টার অফার করেছিল। এই মিথ্যাটি মান্নান ভুঁইয়াসহ আরো কয়েকজন মন্ত্রীও বলেছিলেন। এরকম কোনো অফার করা হয়নি বরং এই সুবিধার জন্য বারংবার অনুরোধ নাকচ করে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এফবিআই দল যখন বাংলাদেশে আসবে তখন সন্দেহাতীতভাবেই এই বিষয়গুলো তাদের তদন্তের আওতাভুক্ত হবে। আমি এ কথাটি অন্য জায়াগায়ও উল্লেখ করেছি যে, এ বিষয়ে স্পিকারের মন্তব্য স্বাধীন তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্ব পাবে।

প্রসঙ্গত, ড. মোশাররফ হোসেন আমার বাবা সম্পর্কে কিছু মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন। প্রথমত তিনি বলেছেন আমার বাবা হবিগঞ্জে রাজনৈতিক সমাবেশে যেতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু শেখ হাসিনা তাকে যাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেছেন। এটা মিথ্যা। মূলত বিএনপি-জামায়াত সরকারের আমলে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি পর্যবেক্ষণ করে শেখ হাসিনা আমার বাবাকে তার নির্বাচনী এলাকায় যেতে নিষেধ করেছিলেন।

তিনি বরং আমার বাবাকে পরামর্শ দিয়েছেন, যেহেতু তাঁর নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা নেই, তাই ঢাকায় থাকাটা অধিক ফলপ্রসূ হবে। এবং তাকে তার লেখার প্রতি ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণে মনোযোগী হতে বলেছেন। এটা আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন (আমার মা বিষয়টি আরো নিশ্চিত করেছেন)। শেখ হাসিনা এবং আমার মা নিষেধ করার পরও আমার বাবা সেখানে গিয়েছিলেন। কেননা, তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যাওয়াটাকে নিজের দায়িত্ব মনে করেছিলেন। আমি জানতে চাই যে, আমার বাবা এবং শেখ হাসিনার কথোপকথন ড. মোশাররফ আমাদের পরিবারের চেয়ে বেশি জানার দাবি করেন কিভাবে? আমি জনসম্মুখে প্রকাশ করতে চাই যে, সজীব ওয়াজেদ জয় সম্পর্কে করা আমার বাবার মন্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ড. হোসেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি যে একজন সুশিক্ষিত, বুদ্ধিমান এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এই যুবকের ওপর আমার বাবা খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

বিএনপি-জামায়াত সরকারের পুলিশি নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা, হেলিকপ্টার সুবিধা প্রদানে অপারগতা, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা নিশ্চিতকরণে ব্যর্থতা, স্বয়ংসম্পূর্ণ অ্যাম্বুলেন্স প্রদানে ব্যর্থতা এগুলো পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। এ সম্পর্কিত সব সত্য একদিন বের হয়ে আসবে। আমার বাবার জনসমাবেশে অংশগ্রহণের সংবাদটি ২৭ তারিখের আগেই স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়েছে এবং মাইকে ঘোষণা করা হয়েছিল। অবশ্যই তার এই সমাবেশের সংবাদটি স্থানীয় গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগ সংগ্রহ করার ক্ষমতা রাখে।

আমার বাবার হত্যা সম্পর্কে বিএনপি-জামায়াত সরকারের মিথ্যা প্রচারণা এবং ভুল তথ্য প্রদান আমাদের পরিবার মেনে নেবে না। আমার বাবার ওপর হামলা-পরবর্তী সরকারের ব্যর্থতা এবং পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে স্থানীয় বিএনপি নেতাদের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারটি আড়াল করার জন্য আওয়ামী লীগের ওপর দোষ চাপানোর জোর চেষ্টা চলছে। এই ব্যর্থতা সরকারে ভাগ্য নির্ধারণ করে দেবে এবং আমি মনে করি যে, এটা সরকারের আরো দুর্নাম বয়ে আনবে।

সাইফুর রহমান, নিজামী, মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ড. মোশাররফ হোসেন আমার পিতার খুনি সম্পর্কে তার নিজের মতবাদ প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। এদের অবশ্যই তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা উচিত। এটা কি কেউ আশা করতে পারে যে, বাংলাদেশ সরকারের কোনো তদন্তকারী দল যতই পেশাদারি ও দক্ষ হোক না কেন, এ ধরনের ক্ষমতাধর মন্ত্রীদের বিব্রতকর কোনো প্রশ্ন করার সাহস রাখে? এটা সন্দেহাতীত যে, বিএনপি-জামায়াত সরকারের আওতায় আমার বাবার হত্যার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য এফবিআই'র মতো গ্রহণযোগ্য স্বাধীন তদন্ত দলের অংশগ্রহণ আবশ্যক। সময় দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। আমার বাবা হত্যার পর প্রায় এক মাস গড়িয়ে গেছে। আমি আশা করি যে, এটা কত ক্রিটিক্যাল তা বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্ব টের পেয়েছে। তাদের জন্য এবং জনগণের জন্য এফবিআই'র শীঘ্রই আগমন নিশ্চিত করা জরুরি।

ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছেন
মহিউদ্দিন নিলয়

সাইফুর রহমান, নিজামী, মান্নান ভুঁইয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ড. মোশাররফ হোসেন আমার পিতার খুনি সম্পর্কে তার নিজের মতবাদ প্রকাশ্যে তুলে ধরেছেন। এদের অবশ্যই তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় আনা উচিত

ঘরে বসেই পেতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি সংখ্যা

গ্রাহক হবার নিয়ম

গ্রাহক হার (বার্ষিক ৮০০ টাকা অথবা ষান্মাসিক ৪৫০ টাকা) ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে **'সাপ্তাহিক ২০০০'**-এর অনুকূলে যে কোনো ব্যাংক থেকে পাঠাতে পারেন। অথবা সাপ্তাহিক ২০০০-এর কার্যালয়ে নগদ পরিশোধ অথবা মানি অর্ডারের মাধ্যমে গ্রাহক হওয়া যেতে পারে। **মানি অর্ডার অথবা ডিডি** পাঠানোর ঠিকানা : *সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাপ্তাহিক ২০০০*
৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

চেক গৃহীত হয় না। যে কোনো জায়গা থেকে প্রিয়জনকেও উপহার হিসেবে আপনি গ্রাহক করে দিতে পারেন সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিটি আকর্ষণীয় সংখ্যার।

সাপ্তাহিক ২০০০ অফিসে ফোন (৯৩৪৯৪৫৯) করেও আপনি গ্রাহক হতে পারেন।